বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ অক্টোবর, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ১৩ অক্টোবর, ২০২৫, সোমবার, ২৬ আশ্বিন, ১৪৩২
Vol. 48, Issue No. 38, Monday, 13 October 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

নওজওয়ান ভারত সভার শতবর্ষে ‘ইনকিলাব যাত্রা’ সম্পন্ন হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ অক্টোবর : বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মহান শহিদ ‘শহিদ-এ-আজম’ ভগৎ সিং-এর ঐতিহ্যমণ্ডিত ‘নওজোয়ান ভারত সভা’র শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ‘ইনকিলাব যাত্রা’র সূচনা হয়। ১১ অক্টোবর ভগৎ সিং-এর সহযোগী বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত-র খণ্ডঘোষ থানার ওঁয়াড়ি গ্রামের জন্মভিটা থেকে যাত্রা শুরু। নওজোয়ান ভারত সভা ছিল পরাধীন ভারতে একটি বামপন্থী সংগঠন যা মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচারের মাধ্যমে দেশের শ্রমিক-কৃষক ও যুবকদের একত্রিত করে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। স্মরণীয় সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ১২ অক্টোবর পদযাত্রা শেষ হয় বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন শহিদ ভগৎ সিং-এর মূর্তির সামনে।

পদযাত্রার শুরুতে যুব সংগঠনের প্রাক্তন এবং বর্তমান নেতৃবৃন্দ বটুকেশ্বর দত্ত-র জন্মভিটায় বটুকেশ্বর দত্ত এবং ভগৎ সিং এই দুই বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিপ্লবীদের চিন্তা-চেতনার কথা, আরএসএস-বিজেপি কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামকে কলুষিত করছে সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রাক্তন নেতৃত্ব আভাস রায়চৌধুরী, মীনাক্ষী মুখার্জী প্রমুখ। খবর এই পদযাত্রার সাফল্য কামনা করে পুনে থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত-র কন্যা ভারতী দত্ত বাগচী। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়ের ছবি এবং যুব সংগঠনের পতাকায় ওঁয়াড়ি গ্রাম সাজিয়ে তোলা হয়। সকাল সাড়ে দশটায় স্বাধীন ভারতের পতাকা সহ বর্ণাঢ্য ট্যাবলো সাজিয়ে একশো জন যুবক-যুবতী যুব সংগঠনের লাল তারকা খচিত শ্বেত শুভ্র পতাকা সামনে নিয়ে মার্চপাস্টের ঢঙে ইনকিলাব যাত্রা শুরু করে। বহু মানুষের সঙ্গে পা মেলাতে দেখা যায় প্রাক্তন যুবনেতা বর্ষীয়ান অরিন্দম কোঙারকে। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি সহ ফুলের পাপড়িতে যুবদের স্বাগত জানান রাস্তার দুই পাশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ। মহিলারা ছিলেন বেশি সংখ্যায়। এদিন শালুন গ্রামের মানুষ পদযাত্রীদের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

—এরপর তিনের পাতায়

এবিটিএ-এর জেলা সম্মেলন কালনায়, অভ্যর্থনা কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ অক্টোবর : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলনের জন্য কালনা শহরে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কালনা শহরে আগামী ৭ ডিসেম্বর। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সঞ্জিত ব্যানার্জী, সম্পাদক সুশান্ত দে এবং কোষাধ্যক্ষ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য নির্বাচিত হন। সভায় সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শশধর মিস্ত্রি। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুদীপ্ত গুপ্ত এবং পূর্ব-বর্ধমান জেলা সম্পাদক শিবশঙ্কর সাহা।

উত্তরবঙ্গে বন্যাবিধ্বস্ত মানুষদের সাহার্যার্থে গণসংগ্রহের কাজ চলছে সিপিআই(এম) ও তার গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে জেলা জুড়ে।

আলোবাতাস থেকে বেরিয়ে খড়িরগণ্ডি পেরিয়ে গেলেন স্বপ্ন

মুরারী মণ্ডল : আলোবাতাস থেকে বেরিয়ে খড়িরগণ্ডি পরিয়ে গেলেন স্বপ্ন। স্বপ্নকমল সরকার ওরফে স্বপন সরকার। লিখেছেন চমৎকার সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস নানান বিষয়ে প্রবন্ধ। সম্পাদনা করেছেন আলোবাতাস পত্রিকা। লিখেছেন ‘পত্রপুট’, ‘ম্যাজিক লণ্ঠন’, ‘চয়ন’ প্রভৃতি পত্রিকায়। বর্ধমানের গড়ে তোলেন ‘সিনে সার্কেল’। এসব ছাপিয়ে গেসল তাঁর সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে জমজমাট চর্চা, আড্ডা। প্রথিতযশা কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের অনায়াসে হাজির করেছেন খড়িরগণ্ডি, বোলপুর বা অন্য কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত বসন্ত উৎসবের সাহিত্যবাসরে। এসেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, কালীকৃষ্ণ গুহ, মোহন সিং খাঙ্গুরা, পল্লব কীর্তনীয়া, অমর মিত্র, কিন্নর রায় সহ নামী শিল্পী সাহিত্যিকরা। উপস্থিত

—এরপর চারের পাতায়

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১২ অক্টোবর : ডিওয়াইএফআই মেমারি-১ পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রসুলপুর বাজারে প্রয়াত বাসুদেব ক্ষেত্রপাল, জ্যোতির্ময় মুখার্জী, নমিতা সেনগুপ্ত ও প্রণব সরকার স্মরণে রক্তদান শিবির হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন, ‘যুবশক্তি’ পত্রিকার রাজ্য সম্পাদক সরোজ দাস। রক্তদান শিবিরে ১৭ জন মহিলা সহ মোট ৬২ জন রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করে শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতি বর্ধমান।

ছড়ি

তপোময় ঘোষ

শোনো ভাই পুতিন,
সময় দিলাম, দিন দু-তিন
শান্তির নোবেল আমার চাই
না পেলে তা সোজা পথে
করবো তা ছিনতাই
রেগে যদি যাই
লাগিয়ে দেব বিশ্বযুদ্ধ
পৃথিবীতে
তখন ঘটবে যাচ্ছেতাই
নোবেল শান্তি আমার চাই।

নতুন চিঠি

১৩ অক্টোবর, ২০২৫

ধর্মবিশ্বাস ও বিচারবিভাগের মর্যাদা

মিডিয়ার বদান্যতায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রাকেশ কিশোরের অপকর্মটি চাপা পড়তে বসেছে। ৬ অক্টোবর তিনি দেশের প্রধান বিচারপতি সি আর গাভাই-এর দিকে ভরা এজলাসে জুতো নিক্ষেপ করার ধৃষ্টতা দেখান। এমন ঘটনার কোনো নজির দেশের ইতিহাসে নেই। রাকেশ কিশোরের ক্ষোভের কারণ, কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে একটি ভাঙা বিষ্ণুমূর্তি পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা বিচারপতি গাভাই খারিজ করেন, কারণ তা পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিষয়। এ বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বোঝাতে তিনি মামলাকারীকে প্রতিবিধানের জন্য বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করতে বলেন। এটি মন্তব্য, রায়ের অংশ নয়।

ঘটনার সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে রাকেশ সাফাই দেন, সনাতন ধর্মের অপমান হিন্দুস্তান সইবে না। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক নন, প্রবীণ, বয়স ৭১। কোনো আবেগের বশে তিনি এ কাজ করেননি, তাঁর অনুশোচনা নেই, স্বয়ং ভগবান নাকি তাঁকে জুতো ছোঁড়ার আদেশ দিয়েছেন। এই অপকর্মের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না-করে প্রধান বিচারপতি তাঁর পদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বার কাউন্সিল রাকেশকে বহিষ্কার করেছে বটে কিন্তু এটাকে পেশাগত বিচ্যুতি হিসেবে দেখলে এ অপরাধের গুরুত্ব কমিয়ে দেখা হয়। চিফ জাস্টিস কোনো ব্যক্তি নন, বিচারবিভাগের তিনি মুখ্য প্রতিনিধি। তাঁর ওপর আক্রমণ তাই বিচারবিভাগের ওপর আক্রমণ বলেই বিবেচ্য। এ নিয়ে গোদী মিডিয়া নীরব কেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আসলে আইনের শাসন, সংবিধানের সার্বভৌমতার আদর্শ এদেশে আর মান্যতা পাচ্ছে না, শুরু হয়েছে সংখ্যাগুরুরাজ। সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই যথার্থই প্রশ্ন তুলেছেন, রাকেশ না হয়ে কোনো রহিম যদি প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো-নিক্ষেপ করতো তা হলে কি সমাজের প্রতিক্রিয়া একই থাকত? সনাতন ধর্মের অপমান সইবে না হিন্দুস্তান বলে যিনি এই ঘৃণ্য কাজটি করলেন, তিনি তাঁর কাজটি দিয়ে সনাতন ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন কি—সে প্রশ্ন অসঙ্গত নয়। আসলে ঘৃণার বিষ যখন গণ্ডীরে শিকড় চালায়, মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। বিচারকের মন্তব্য এমনকি রায় অপছন্দ হলে তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু বিচারবিভাগকে হেয় করা চলে না। রাকেশ কিশোরের যুক্তি মানলে, অযোধ্যা নিয়ে রায়ে অসন্তুষ্ট কারুর সংশ্লিষ্ট বিচারকের ওপর চড়াও হবার অধিকার আছে মানতে হয়—যা আদৌ সঠিক যুক্তি নয়। মিডিয়া রাকেশ কিশোরের অপরাধ ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলেও অন্যদের আইনি পদক্ষেপ করা উচিত। এবিষয়ে মৌন থাকা মানে ঘৃণার কারবারিদের হাত শক্ত করা, এটা ভুলে গেলে চলবে না।

পূর্বস্থলীতে গোলমরিচ চাষ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১০ অক্টোবর : গোলমরিচ খুবই অর্থকরী ফসল। যা মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত গোলমরিচ চাষ পর্যাপ্ত আর্দ্রতা যুক্ত আবহাওয়া ও পাহাড়ি বা উঁচু এলাকায় হয়। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন এই চাষ সমতল ভূমিতেও করা যায়। বিশেষজ্ঞদের এই পর্যবেক্ষণকে হাতিয়ার করে পূর্বস্থলী থানার কালেখাঁতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোয়াইল গ্রামে গোলমরিচ চাষ শুরু করেছে একটি সংস্থা। এই সংস্থার এক কর্মকর্তা অসীম দেবনাথ জানান, গোলমরিচ চাষে এলাকার কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতেই এই চাষ শুরু করা হয়েছে। কারণ গোলমরিচ চাষে আর্থিক লাভ বেশি। তাছাড়া এই চাষ করতে গেলে কোন বাড়তি জমির প্রয়োজন হয় না। সুপারি সহ বিভিন্ন গাছের বাগানে এই চাষ করা যেতে পারে। গাছকে অবলম্বন করেই গোলমরিচ গাছ বেড়ে ওঠে। গোলমরিচ চাষে বীজ নয়, এই গাছের ডগা (সুট)

ব্যবহার করা হয়। এই চাষ স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করতে হলে চলে আসতে হবে পূর্বস্থলী-২ ব্লকের কালেখাঁতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোয়াইল গ্রামে। এখানেই দেখতে পাওয়া যাবে হাতে-কলমে গোলমরিচ চাষের পদ্ধতি এবং পর্যাপ্ত তথ্য।

সংস্কারের তিন মাসের মধ্যেই রাস্তা বেহাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৭ অক্টোবর : সংস্কার করার তিন মাস পরেই রাস্তা খানাখন্দে ভরে উঠেছে। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নিয়ত মানুষ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ছেন। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এই বেহাল রাস্তাটি হল পূর্বস্থলীর নবপল্লী থেকে সুলুটু পেপার মিল পর্যন্ত। ১৬০০ মিটার দীর্ঘ এই রাস্তা নিয়ে নবপল্লীর বাসিন্দা স্বপন দেবনাথ বলেন, রাস্তাটি সংস্কার করার

সময়ই বোঝা গিয়েছিল এর আয়ু বেশি দিন নয়। এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল বলেন, সংস্কার করার পর থেকেই রাস্তায় জল জমে থাকে। জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা নেই।

ছুটির ফাঁদে

সুকৃতি ঘোষাল

১৯৭৫ সালে প্রথম প্রদর্শিত সলিল সেন-এর পরিচালনায় সৌমিত্র-অপর্ণার এক চলচ্চিত্র-র নাম ছিল 'ছুটির ফাঁদে'। সে ছিল এক নির্ভেজাল হাসির ছবি, বেশ উপভোগ্য। কিন্তু এখানে যে ছুটির ফাঁদ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াসী তাতে মজার কিছুই নেই। কাজের মাঝে বিরতি বা বিশ্রাম প্রয়োজন, তা না হলে কর্মক্ষমতা কমে। কিন্তু বিশ্রাম যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তাহলে কাজটাই পণ্ড হয়। বর্তমান সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে যে ছুটি-কালচার শুরু হয়েছে তার কী ভয়ঙ্কর প্রভাব শিক্ষার ওপর পড়ছে এই আলোচনায় সেটাই সন্ধান করতে চাই। শিক্ষার্থীরা সেই ফাঁদে আটকে যাচ্ছে না তো, পণ্ড হচ্ছে না তো জ্ঞানার্জনের যাবতীয় উদ্যোগ?

এ বিষয়ে মন্তব্য করার আগে ছুটি বিষয়ক তথ্যে একটু চোখ বোলানো যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রণীত ২০২৫ সালের ক্যালেন্ডারে এন আই অ্যাক্ট এবং রাজ্যের নির্দেশ মিলিয়ে মোট ৪৭ দিন ছুটি হিসেবে চিহ্নিত। চারটি সেকশনাল ছুটি ধরলে ৫১। এর সঙ্গে ৫২ রবিবার ধরলে নির্ধারিত ছুটি প্রায় সাড়ে তিনমাস। ইদানীং কারণে অকারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে শুরু করেছেন। যেমন, ২০২৫ সালে স্কুলে গরমের ছুটি ছিল ৯-২০ মে, বেশি গরম বলে 'সহৃদয়' মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় তা শুরু হয় ২১ এপ্রিল চলে ২ জুন পর্যন্ত। এ বছর (২০০২৫) তা শুরু হয় ৩০ এপ্রিল, চলে ১ জুন অবধি। শিক্ষা ব্যবস্থা চালানোর জন্য শিক্ষা দপ্তর আছে, আছে বোর্ড-কাউন্সিল, ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি, সিনেট সিন্ডিকেট বা কোর্ট-ইসি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ওসবের পরোয়া করেন না, তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়াই অন্যদের ক্ষমতায় থাকার চাবিকাঠি। তাই অতিবৃষ্টিতে কলকাতা ডুবলে সারা রাজ্যে পুজোর ছুটি এগিয়ে আসে চারদিন—কেউ প্রশ্ন তোলে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটা অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার মেনে চলতে হয় কারণ পাঠক্রম সবটা একদিনে পড়ানো যায় না, তা রপ্ত করতে সময় লাগে। সাধারণত সহজ থেকে জটিল, পরিচিত থেকে অপরিচিত এভাবে পাঠ বিন্যস্ত থাকে। সেখানে পাঠের ধারাবাহিকতা অত্যন্ত জরুরি। একজন শিশু স্বরবর্ণ শেখা শেষ করার আগেই

যদি দশ-পনেরো দিন স্কুল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে যখন আবার স্কুলে আসে তখন কেঁচে গণ্ডুষ করতে হয়। বাড়িতে নিয়মিত চর্চার সুযোগ থাকলে ক্ষতি কম হয়, কিন্তু প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের ঘরে শিক্ষার্থীর সে সুযোগ থাকে না। স্কুলে পাঠ এবং চর্চার ধারাবাহিকতা যাতে ব্যাহত না হয় সেটা দেখা খুবই জরুরি—ছুটির তুঘলকি সিদ্ধান্তে তা হবার নয়।

আর একটা বিষয় খেয়াল করা দরকার। সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এ রাজ্যেও এখন সেমেস্টার ব্যবস্থা চালু হয়েছে, স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে মুখস্থ নির্ভরতা কমানো। একটা সময় ছিল যখন তিন বছরের পড়া নিয়ে এগারো ক্লাসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হতো। তিন বছর আগে পড়া থেকে উত্তর লিখতে হলে মুখস্থ ছাড়া গতি নেই। সেটা বদলে এল বার্ষিক ব্যবস্থা, এখন সেটা ষাণ্মাসিক। ছ'মাসের জন্য বরাদ্দ পাঠ কতটা রপ্ত হলো তা যাচাই করে অর্থাৎ পার্বিক মূল্যায়ন করে নতুন পাঠে যাওয়া। এক্ষেত্রে দুমদাম দীর্ঘ ছুটি গোটা ব্যবস্থাটাতেই ক্ষত সৃষ্টি করেছে। পাঠ অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে, মূল্যায়ন আটকে যাচ্ছে, ফলে পরবর্তী সেমেস্টার বিলম্বিত হচ্ছে। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের সরকার পোষিত কলেজে ভর্তির জন্য বসে থাকতে হয়েছে দু'মাস। পুজোর আগে নমো নমো করে ক্লাস শুরু হয়েছে। আবার ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে পুজোর ছুটি পড়ে গেছে—চলবে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত, কোথাও কোথাও খুলবে আরও পরে। চলতি সেমেস্টারের পড়াশোনা-মূল্যায়ন পর্ব ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবার কথা। অর্থাৎ পড়ার জন্য বরাদ্দ সময় শুধু নভেম্বর—আর ডিসেম্বরে পরীক্ষা না-হলে পরের সেমেস্টার মার খাবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম, তাঁদের হরেক রকম স্বীকৃত ছুটি সেসব তো আছেই। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সরকারি নির্দেশে পাঠশালা বন্ধ করার অভিঘাত কত গুরুতর তা নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। মুশকিল হলো, এ নিয়ে প্রতিবাদ কম হয়। বিবেকবান শিক্ষকরা, যাঁরা এই তুঘলকি ফরমানে শিক্ষার কী সর্বনাশ হচ্ছে সেটা বোঝেন, তাঁরাও কিছুটা গুটিয়ে থাকেন। সংগঠনগত প্রতিবাদ হয় না, কারণ ছুটি নিয়ে কিছু বলতে গেলে

—এরপর চারের পাতায়

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

রাজ্যে আর এস এস ক্রমশ বাড়ছে

তৃণমূল রাজত্বে ১৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গে আর এস এস-এর শাখা, মিলন ও মণ্ডলী মিলিয়ে মোট ইউনিটের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচগুণেরও বেশি। ২০১১ সালে রাজ্যে তাদের ইউনিট ছিল ৮৩০টি, ২০২৫ সালের মার্চের হিসাব অনুযায়ী তা বেড়ে হয়েছে ৪৫৪০টি। ২০২৫ সালে সংগঠনের শতবর্ষে, সংখ্যা ৮০০০ করার লক্ষ্য নিয়ে তারা এগোচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তারা ইউনিট খুলতে চায়।

১৯৩৯ সালের ২২ মার্চ আর এস এস বাংলায় প্রথম শাখা খোলে। শাখা খুলতে সেদিন মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এম এস গোলওয়ালকর। এরপর আর এস এস-এর জাতীয় নেতৃত্ব বারে বারে অবিভক্ত বাংলায় এসেছেন। দেশভাগের পর উদ্বাস্তুদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদ প্রচারে কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু ৮৬ বছর ধরে তারা খুব সাফল্য পায়নি।

তৃণমূলের শাসনকালে অতীতের যাবতীয় ব্যর্থতাকে ম্লান করে দিয়ে তাদের সাফল্যের রেখচিত্র উন্নীত হয়েই চলেছে। আর এস এস-এর মুখপত্র অর্গানাইজার-এর ইন্টারনেট সংস্করণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ২০২৩ সালের মার্চ থেকে, ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত দুই বছরে তাদের ইউনিট বেড়েছে ৯৮০টি। এর মধ্যে শাখার সংখ্যা বেড়েছে ৫০০।

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী আর এস এস-এর বাংলায় তিনটি আঞ্চলিক বিভাগ রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত; মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা নিয়ে মধ্যবঙ্গ প্রান্ত এবং এবং অন্য জেলাগুলিকে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত। এর মধ্যে মধ্যবঙ্গ প্রান্তে দুই বছরে ইউটি বেড়েছে সবচেয়ে বেশি, ৫০৩। উত্তরবঙ্গ প্রান্তে ১১৯ এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে লক্ষণীয় হলো, উত্তরবঙ্গে বিজেপির নির্বাচনী সাফল্যের হার বেশি হলেও ইউনিট বেড়েছে সবচেয়ে কম। মধ্যবঙ্গে যেখানে ইউনিট সংখ্যা ১৮২৩, সেখানে উত্তরবঙ্গে ১১৫৩। অবশ্য ভৌগোলিক আয়তন, জনঘনত্ব, জনবিন্যাস এসবের উপরেও এই সংখ্যা নির্ভর করে।

বিজেপি ভোটে তৃণমূলের কাছে পরাস্ত হলেও আর এস এস কিন্তু হেরে যায়নি। আর এস এস ধর্ম ও রাজনীতির সংখ্যের কর্মসূচিতে তৃণমূলকে মাতিয়ে রাখতে সফল হয়েছে। এই ধর্মীয় উন্মাদনা আর এস এস-এরই ভবিষ্যৎ লক্ষ্যপূরণে সহায়ক হবে। আর এস এস অনুমোদিত রাজনৈতিক দল বিজেপি বা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সংঘ প্রভৃতির মতো রাজনৈতিক সংগঠনগুলি পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিও রাজ্যে তৃণমূলী রাজত্বে সক্রিয়তা বাড়িয়েছে। আর এস এস-এর শাখা সংগঠনগুলি কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। মমতা ব্যানার্জী বিজেপি খারাপ, আর এস এস ভালো এ ধরনের বকচ্ছপ মার্ক আখ্যান নির্মাণ করে আর এস এস-এর সহায়তা করে গেছেন আগাগোড়া।

আরএসএস-এর সাংস্কৃতিক, সামাজিক কাজে বড় হাতিয়ার হলো তাদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলো। তৃণমূল রাজত্বে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৭ সালে এই রাজ্যে আর এস এস পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০৯, পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৬,০০০-এর কিছু বেশি। গতবছরের হিসাবে সেইসব স্কুল বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৫০, পড়ুয়ার সংখ্যা ৯০,০০০ জনের বেশি।

আর এস এস জানে যে, সার্বিকভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বামপন্থাকে দুর্বল করতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সফল হবে না। ভোট রাজনীতিতে বর্তমানে বামেদের কোণঠাসা করা গেলেও বামপন্থাকে নির্মূল করা যায়নি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেই কাজই করে চলেছে আরএসএস। তৃণমূল সেই কাজে আরএসএস-কে পরোক্ষে সহায়তা করছে।

বিশ্বজিৎ সরকার
দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল-২

স্বপ্ন-কমল

দেবেশ ঠাকুর

স্বপনের কবে যেন মনে হয়েছিল স্বপন সরকার নামটি তার কর্তব্যকর্মের সঙ্গে ঠিকমতো যাচ্ছে না।

তাই রাতারাতি নাম বদলে নিল। স্বপ্নকমল। মনে আছে আমাদের প্রিয় সাহিত্যিক-অধ্যাপক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্বপন সরকার থেকে স্বপ্নকমল হলেন কেন?

উনি উত্তরে বলেছিলেন, ওটা স্বপ্নকমল হবে না। স্বপ্ন কমলো হবে। একটা সময় তো স্বপ্ন কমাতে কমাতে আসে।

স্বপ্নকমলকে আমি বহুদিন থেকে চিনি। বীরভূম থেকে এসে বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ইংরেজি বিভাগে। স্বপনদা আমার থেকে এক বা দু-বছর আগে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ছিল। রাজ কলেজের পত্রিকায় দুজনের লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্বপন সরকার। আর চন্দ্রনাথ শেঠ। স্বপনদাই আমাকে দেখিয়েছিলেন, এক স্বপ্নের রাজপুত্রকে। তাঁর নাম সুব্রত চক্রবর্তী। যাঁর কবিতা আমাদের ঠোঁটে ঠোঁটে ঘুরত, 'আকাশ তো নীল নয় পাখি জানে ঘুড়ি জানে' ইত্যাদি। স্বপনদার সঙ্গে আমারও অশেষ বিস্ময়ের জায়গা ছিল, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক সুব্রত চক্রবর্তীর ইছলাবাদের বাড়ি নিয়মিত যাতায়াত করেন কমলকুমার মজুমদার। কমলকুমার মজুমদার!! যাঁর পায়ের একটি নখ-কণা পেলে সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখতাম।

স্বপনদা তখনও স্বপ্নকমল হয়নি। স্বপ্ন কমার কোন লক্ষণ দেখাও দেয়নি। মাঝে একটি পত্রিকায় বাংলা বিভাগের এক অধ্যাপকের নৃত্যভঙ্গিমা নিয়ে তির্যক মন্তব্য করায় 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠেছিল। কলেজে থাকতে থাকতেই শুনেছিলাম স্বপন সরকারের একটি সাহিত্যিক-মস্তান বাহিনী আছে। তারা পড়াশুনাতে দুঁদে। লেখাপড়ায় ভালো। লেখালিখিতেও তুখর। কোন কিছুই লিখতে তাদের আটকায় না। ওই বয়সেই একটা পত্রিকা করছে। 'ম্যাজিক লণ্ঠন'। অদ্ভুত লেখার হাত। তেমনি বন্ধুবৎসল। বন্ধু বলে একবার যার হাত ধরেছে কোনদিন তা ছাড়েনি।

আমার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে। আমার সহোদর মেজদা স্বপনদার থেকে দু-কেলাস উঁচুতে অর্থনীতি বিভাগে পড়ত। সঙ্গে ছিল তুখর ছাত্র বরুণ কাঞ্জিলাল। বিমল নাগ। সেলিমদা। আরো সব যশস্বী। স্বপনদা ছাত্র সংসদের পত্রিকা সম্পাদক হয়েছিল। আমাকে একদিন বগলদাবা করে বলল, গোলাপবাগ এখন প্রচুর আঁতেলে ভর্তি হয়ে গেছে। এদের নিয়ে লিখতে হবে। এই কাজটা তুই পারবি।

লিখেছিলাম। গোলাপবাগের ইন্টেলেকচুয়ালদের নিয়ে একটা রম্য রচনা। 'আঁতেল এ্যকচুয়াল'। স্বপনদার প্ররোচনায়। নতুন ছাত্রদের উসকে দিয়ে সাহিত্যিক বানিয়েছে। ওর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

আমাদের বর্ধমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের কফিহাউস ছিল পরিমলদার চায়ের দোকান। বহু সৃজনের বীজতলা। তবে আমাদের আলোচনায় বেশিরভাগ সময় উঠে আসত কমলকুমার মজুমদার। অমিয়ভূষণ-জগদীশ গুপ্ত-শক্তি চট্টোপাধ্যায়-নবারুণ ভট্টাচার্য-ঋত্বিক ঘটক। মূলত অফ্ বিট স্রষ্টারা।

কম বয়স থেকেই বোহেমিয়ান। পকেটে পাঁচ টাকা নিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমতা তার ছিল। সকলকে বন্ধু করে নেওয়ার ক্ষমতা থেকে তার পায়ের তলায় সরষে। রাজ কলেজ থেকে আমার সহপাঠী বিভাসকে (বিভাস সাহা, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ) পাকড়াও করেছিল। তাকে দিয়েও লেখার পর লেখা তৈরি করে নিয়েছিল। সত্যি বলতে কি স্বপনদা নিজে যত লিখেছে তার থেকে অনেক বেশি লিখিয়েছে। লেখা ভালো হলে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে। পছন্দ না হলে গালাগালি দিয়েছে।

রূপক মিত্র বিমলদা অসিতদা আরো কয়েকজনকে নিয়ে একসময় তৈরি করল ফিল্ম সোসাইটি। আবার ফিল্ম সোসাইটি নিয়ে প্রতিবাদ এলো। জেলখানা মোড়ের কাছে একটি দোকানে তখন নানা জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ফিল্মের রিল পাওয়া যেত। সেসব নিয়েও বিতর্ক উঠল।

এম এ পড়তে পড়তেই স্বপনদা জীবন বীমায় চাকরি নিয়ে চলে গেল শহরের বাইরে। এ কাজেও তার মতো দক্ষ মানুষ পাওয়া যায় না। ক্রমাগত উঠতে উঠতে শিখরে। অনেকবার তার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তোমার এত বড়ো সাহিত্যিক প্রতিভা। শেষে কিনা জীবন বিমার ভবিষ্য নির্মাতা!

স্বপনদা শুনিয়েছিল, চারু মজুমদারের স্ত্রী জীবন বীমার এজেন্সি করতেন জানিস। আসলে যেটা করবি সেটা দরদ দিয়ে করতে হবে।

বিমার অনেক উঁচু পদে থাকায় জীবনে অনেক উন্নতি করেছিল। অনেক সমস্যাতেও পড়তে হয়েছিল। ছাত্র জীবন থেকে বাম রাজনীতি করেছে। জীবনবিমায় যখন উঁচু পদে গিয়েছিল প্রায়শঃ কর্মী ইউনিয়নের চাপে এবং কোপে পড়তে হয়েছে। অনেকবার বলেছি, বিমা কোম্পানির পুরু চশমার আড়ালে তোমার সাহিত্যিক সত্তাটাই মরে যাচ্ছে।

মরে যায়নি। এই সময় তৈরি করল আলো বাতাস গোষ্ঠী এবং আলো বাতাস পত্রিকা। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সমস্ত সাহিত্যিকদের সঙ্গে নিবিড় নৈকট্য গড়ে উঠলো। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। ম্যান্ডোভিলা পার্কের বাড়িতে অবাধ গতি। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কিন্নর রায়, তারাপদ রায়, কালীকৃষ্ণ গুহ আর কত নাম বলব। সবার বন্ধু স্বপন সরকার। অবশ্য ততদিনে স্বপ্নকমল হয়ে গেছে। স্বপ্নকমল আর আমি সুনীলদার নেতৃত্বাধীন ভাষা শহিদ স্মারক সমিতির রাজ্যের যেমন সদস্য হয়েছি তেমনই বর্ধমান জেলায় শাখা সংগঠন করে তুলেছি। প্রতিবার অংশ নিয়েছি বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবে। দল বেঁধে গেছি কুমুদরঞ্জনের জন্মভূমি সহ বহু জায়গায়।

স্বপ্নকমল আর আলো বাতাস। অন্যভাবে বললে, স্বপ্নকমলের আলো বাতাস। একসময় এসেছেন স্বরাজদার মতো মহামহোপাধ্যায়। অসামান্য গুণসম্পন্ন সৃজনশীল মানুষ।

স্বরাজদা চলে গেলেন, স্বপ্নকমল শোকগাথা লিখলেন। বরুণ কাঞ্জিলাল চলে গেলেন। আবার স্বপ্নকমলের স্মৃতিচারণ।

এবার স্বপ্নকমল চলে গেল। অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে। কমলকুমারের উপর বইটির নতুন সংস্করণের কথা। ওটা করতেই হবে।

গত দোল উৎসবের আয়োজন করেছিল আলো বাতাস উল্লাস উপনগরীতে। তার আগের বছরগুলিতে হত খড়ির গণ্ডিতে। খড়ি নদীর পারে এক মায়াবী আরণ্যকের মধ্যে। কে না এসেছেন সেখানে! আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। পাণ্ডুলিপি আয়োজন করেছে জোনাকিরা। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি।

স্বপ্নকমলের স্বপ্ন কোনদিন কমেনি। প্রিয় বন্ধু শ্যামলবরণের হৃদযন্ত্রের শল্যচিকিৎসার সময় একসঙ্গে কলকাতার এ্যপোলো গিয়েছিলাম। বরণের (শ্যামলকে এই নামে ডাকতেন জয় গোস্বামী) পিঠ চাপড়ে স্বপ্নকমল বলেছিল, ধ্যাত, এতো কম বয়সে চলে গেলে ছবি আঁকবে কে? কবিতা লিখবে কে? তাড়াতাড়ি উঠে বসো।

আমি জানি না শ্যামলের বুকের মধ্যে কোন্ ঝড় চলছে!

তবে রমাশ্রী বৌদির সেবা-যত্ন হাতটি এখনও দেখতে পাচ্ছি স্বপ্নকমলের মাথায়, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। অনেক কাজ বাকি।

'ইনকিলাব যাত্রা' সম্পন্ন হলো

—প্রথম পাতার পর

মাটিতে বসেই সেখানে আহ্বায়ক গ্রহণ করেন পদযাত্রী ও নেতৃবৃন্দ। তারপর আবার শুরু হয় পদযাত্রা।

পরের দিন রণপা, বাদ্যযন্ত্র এবং ঘোড়া নৃত্য সহযোগে বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর থেকে আড়ম্বরের সাথে ইনকিলাব যাত্রা শুরু হয়। শহর পরিক্রমা করে বিশাল পদযাত্রা পৌঁছায় বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর আবক্ষ মূর্তির সামনে। যুবলীগের সদস্যরা ইনকিলাব যাত্রার প্রতিনিধিদের হাতে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান। ভগৎ সিং-এর মূর্তিতে সকলে একে একে মাল্যদান করেন, তারপর শুরু হয় জনসভা। জনসভার শুরুতে জননেতা মহম্মদ সেলিম 'ইনকিলাব নওজোয়ান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার' শিরোনামের একটি বই প্রকাশ করেন। তারপর তিনি এবং প্রাজ্ঞন যুবনেতা আভাস রায়চৌধুরী, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা, রাজ্য সভাপতি অয়নাংশু সরকার এবং বিকাশ ঝা বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন অচিন্ত্য মল্লিক, সৈয়দ হোসেন, মহাব্রত কুণ্ডু প্রমুখ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং জনপ্রিয় অভিনেতা দেবদূত ঘোষ। মহম্মদ সেলিম তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশপ্রেমিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীরা 'নওজোয়ান ভারত সভা' সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ফাঁসি দিয়ে বিপ্লবীদের হত্যা করলেও সাম্রাজ্যবাদী শাসক তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনা মানুষের মন থেকে মুছে দিতে পারেননি। তাই 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সেই চেতনা মানুষের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের এই বিপ্লবী চেতনাকে জাগ্রত করে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রাম আমাদের চালাতে হবে।

জমজমাট পূর্বস্থলীর পাইকারি আখ বাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৫ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুজোর আগে আখের দাম বেড়েছে। পাইকারি বাজারে একটি আখের দাম এখন ৮ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত। এক বিঘা জমিতে আখ চাষের খরচ ২০-৩০ হাজার টাকা। আর সেই আখ বিক্রি করে কৃষকরা লাভ পাচ্ছেন বিঘা প্রতি প্রায় এক লাখ টাকা। আখের জমিতে সাথী ফসল হিসাবে অন্যান্য চাষ করেও বাড়তি লাভ পাচ্ছেন তারা। তাই কালনা মহকুমার আখ কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। লক্ষ্মীপুজোয় আখের বিশেষ চাহিদা থাকে, সামনেই আবার ছটপুজো; ফলে বাজারে আখের চাহিদা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন কৃষকরা। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নাদনঘাট থানার গোয়ালপাড়ায় রাজ্যের অন্যতম বড় আখের পাইকারি বাজার। এই বাজারের আখ যায় কলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদা ছাড়া বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত। কৃষি প্রধান মহকুমা কালনা। নদীবিধৌত উর্বর মাটিযুক্ত পাঁচ ব্লকেই প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় পূর্বকাল থেকেই। ধান, আলু, পাটই এখনকার প্রধান ফসল।

কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নে এই প্রধান ফসলগুলির উৎপাদন উদ্বৃত্তের স্থানে পৌঁছে যায়। ফলে দামতো কমেছেই, মাঝে মাঝে বিক্রি পর্যন্ত হয় না। অথচ সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি কৃষি উপকরণের মূল্য ক্রমবর্ধমান স্বাভাবিক কারনেই কৃষিতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিতে চাষে নিয়ত লোকসান খাচ্ছিলেন কৃষকরা। এবারে আখ চাষে তাঁরা কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছে।

ধ্বংসের পথে ঐতিহ্যবাহী হেরিটেজ বিল্ডিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৮ অক্টোবর : ধ্বংসের পথে পূর্বস্থলীর ঐতিহ্যবাহী নীলমণি ব্রহ্মচারীর হেরিটেজ বিল্ডিং তথা ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন। এই বিল্ডিংটি ইংরেজদের আমলে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে নীলমণি ব্রহ্মচারী স্কুল গড়ে ওঠে। পরে আরো নতুন নতুন বিল্ডিং গড়ে ওঠার পর সেখান থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসরুম অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন আগেও হেরিটেজ বিল্ডিং-এর ভিতর স্কুলের অফিসের কাজ চলতো। ছাত্রদের স্মৃতি স্বরূপ এই বিল্ডিংটি সংস্কারের দাবি ওঠে। সেই দাবি মেনে সংস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। বলা হয় ব্রিটিশ আমলের এই হেরিটেজ বিল্ডিং সংস্কারে ৪২ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সে কথা সংবাদমাধ্যমে প্রচারও হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিল্ডিংটির সংস্কারে হাত দেওয়া হয়নি বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে খসে খসে পড়ছে হেরিটেজ বিল্ডিং-এর ইট, কড়িবর্গা। সংস্কারের অভাবে ঐতিহ্যবাহী হেরিটেজ বিল্ডিংটি ধ্বংসের পথে।

গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বার্ষিক ৬৪তম এবং ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা জাগরী ভবন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয়। দুটি সংগঠনের সম্পাদক যথাক্রমে সুখেন্দু দে এবং দীপঙ্কর সিংহরায় প্রতিবেদন পেশ করেন। বাসুদেব পাল আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। ৯জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। সভাপতিমণ্ডলিতে ছিলেন অমিতাভ চক্রবর্তী, বাসুদেব পাল, অমিতাভ চক্রবর্তী সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সমাপ্তি ভাষণ দেন।

হাঁটা প্রতিযোগিতায় কালনার ২ জন প্রতিযোগীর সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ অক্টোবর : বিশ্ব হাঁটা দিবসে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা হাঁটা প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেলেন কালনার দুজন প্রতিযোগী। বেঙ্গল মাস্টার্স এথলেটিক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩০ থেকে ৮০ পর্যন্ত বয়সের পুরুষ এবং মহিলাদের এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছেন রাধেশ্যাম দাস এবং জেসমিন সুলতানা আহমেদ। অশোকনগর স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় এদিন সকাল সাতটায়। ৬০+ বয়সের পুরুষ বিভাগের ৫ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন রাধেশ্যাম দাস। ৪০+ বয়সের মহিলা বিভাগের তিন কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতাতেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন জেসমিন সুলতানা আহমেদ। এরা দুজনেই কালনা এস কে এম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

সামিট খেলায় সোনা জয় হোসাইনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ অক্টোবর : সামিট-এ বাংলার হয়ে সোনা জয় করলেন খন্দকার সৈয়দ হোসাইন। এবার অষ্টম ন্যাশনাল স্যাভেট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এর আসর বসেছিল চণ্ডীগড়ে ৫-৭ অক্টোবর। সেখানে অন্যান্য রাজ্যের প্রতিযোগীদের পরাজিত করে প্রথম হয়ে সোনা জয় করে হোসাইন। ইতিপূর্বে সাফল্য পাওয়া সাফল্য হোসাইনের সাফল্যের মুকুটে আরেকটি পালক যুক্ত হল। পূর্ব বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার সন্তান হোসাইন এর জন্য কালনাবাসী গর্বিত।

কালনা বইমেলা ২১ থেকে ২৭ ডিসেম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ অক্টোবর : পঞ্চম বর্ষের কালনা বইমেলা হবে ২১ থেকে ২৭ ডিসেম্বর। কালনার শিক্ষক, ছাত্র-যুব এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মেলা কমিটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বইমেলার দিন ঘোষণা করে। এই বইমেলাকে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে নতুন কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এবারের মূল আকর্ষণ হচ্ছে কবি জয় গোস্বামীর উপস্থিতি।

বোনাস না পাওয়া সাফাইকর্মীদের কাজ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ অক্টোবর, মেমারি : মেমারি রেল স্টেশনের আপ ও ডাউন প্ল্যাটফর্মের দেখা গেল যত্রতত্র পড়ে আছে আবর্জনার স্তূপ। এমনকি পানীয় জলের জায়গাতেও আবর্জনার স্তূপে ভর্তি। বাথরুমগুলো এতটাই অপরিস্কার যে ব্যবহার করতে পারছেন না নিত্য যাত্রী। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান প্লাটফর্মের এই অবস্থা দুর্গাপুজোর আগে থেকেই। রেলের সাফাই কর্মীরা কাজ বন্ধ রেখেছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় ঠিকাদারের কাছে পুজোর বোনাস না পাওয়ায় সাফাইকর্মীরা স্টেশন পরিস্কার করার কাজ বন্ধ রেখেছেন। নিত্যযাত্রীরা বলেন ৮-৯ দিন ধরে স্টেশনের এই অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। মেমারি স্টেশন হাওড় বর্ধমান মেন লাইনে সবচেয়ে অপরিষ্কার স্টেশন। রেলকর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে অভিযোগ করা হলে তাঁদের কোনো হেলদোল নেই।

—দুয়ের পাতার পর

ছুটির ফাঁদে

সমর্থন হ্রাসের ভয় থাকে। মাঝখান থেকে ছুটির ফাঁদে পড়ে কাতরাতে থাকে শিক্ষার্থীরা, খর্ব হতে থাকে তাদের মানসিক বিকাশ। সরকার এসব তোয়াক্কা করে না—সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা গুটিয়ে নেওয়াই তার আসল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাঠ-ক্লান্ত শিশুটি দুপুরকেই রাত ভেবে নিয়ে পড়াশোনা থেকে 'ছুটি' চায়। রাজ্য সরকার বোধ হয় বোঝে, এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে এখন মাঝ-রাতের ঘোর আঁধার। তাই 'ছুটি' ঘোষণাই সহজ পথ, ছুটির ফাঁদে শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা হলেও ক্ষতি নেই, শিক্ষা মানে তো স্রেফ 'সবুজ সাথী' ট্যাব বা বেশি নম্বর। সেসবের ব্যবস্থা তো মুখ্যমন্ত্রী করেই দিয়েছেন।

বাহান্নবর্তী (১২)

রত্না রশীদ

অস্ট্রেলিয়ায় প্রত্যেক নাগরিক নিজের কাজ নিজে করে নিতে বাধ্য। আর যারা বিদেশ থেকে এদেশে থাকার জন্য আসে তারা তো কাজ করে খাবার জন্যই আসে। এদেশের সর্বজনের জানা নিয়মই হলো, প্রাণপণ পরিশ্রম করো, সৎভাবে প্রচুর রোজগার করো, তারপর তোমার যেমন ইচ্ছে আনন্দ-উৎসব করো, বাকি বাঁচানো টাকা বুঝে শুনে সঠিক জায়গায় সৎ-ইনভেস্ট করো রোজগার আরো বাড়িয়ে নেবার জন্য। অন্যথায় জমা টাকায় এত ট্যাক্স কেটে নেবে যে বুড়ো বয়সে স্রেফ আঙুল চুষতে হবে। কারণ কোনো সরকারি কাজেরই অবসরান্তে নেই কোনো পেনসন, বেসরকারির কথা আর না-ই বললাম। কিন্তু সব চাকরির (সরকারি/বেসরকারি) মাইনে প্রচুর। খেয়ে পরে সংসার পালন করে ভবিষ্যতের জন্য টাকা জমানো সম্ভব। তাছাড়া তোমার আবেদনক্রমে সরকারই তোমাকে বৈধ অনুমতি দেবে তোমার বিদ্যে বুদ্ধি পরিশ্রম দিয়ে তুমি যদি একাধিক ভাবে রোজগার করে নিতে পারো। অবশ্যই সৎভাবে। তার জন্য তোমার মূল চাকরির যদি সামান্যতম ক্ষতি হয়, মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে ব্ল্যাকলিস্টেড করে দূর করে দেবে। এদেশে ভিক্ষাও পাওয়া যায় না, তাই সেই উপায়ও নেই। এদেশের লোকজন তাই জন্মে থেকেই সৎভাবে পরিশ্রম করে বাঁচতে ভালোবাসে। তাবলে কি এদেশে কোনো অসৎ মানুষ নেই? সংখ্যায় খুবই কম। তারা সামাজিকভাবে কোনো সম্মান পায় না। এদেশে সমস্ত ক্ষেত্রেই ভিজিলেন্স খুব কড়া ও প্রশংসনীয়।

তাবলে কি সরকার কোনো ভাবেই চাকরিহীন বেকার ছেলে মেয়েদের সাহায্য করে না? অবশ্যই করে। তবে তার আগে তোমাকে তোমার সাহায্য পাবার উপযুক্ততা প্রমাণ করে দেখাতে হবে। তোমার বিস্তারিত পরিচিতি তো সরকারের কাছে নিবন্ধিত আছেই। তার সঙ্গে দেখাতে হবে তুমি এবছর চাকরির জন্য কি-কি চেষ্টা কোথায়-কোথায় করলে, না পেলে কেন পেলে না, বা পেলে কেন চাকরিটা করতে পারলে না। এর সমস্ত ডিটেইলস সরকারি দপ্তরে জমা করতে হবে। সরকার সন্তুষ্ট হলে তবে সাহায্য পাবে এবং নজরদারি করা হবে তুমি প্রতিনিয়ত নিজেকে সার্ভিস দেবার উপযুক্ত করে তুলতে সচেষ্ট রয়েছো, নাকি ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছো। ধরা পড়লে সাহায্য বন্ধ।

(চলবে)

ছাত্র-যুব আন্দোলনের নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ অক্টোবর : সত্তরের দশকের ছাত্র-যুব আন্দোলনের নেতা ও পার্টির ঘনিষ্ঠ দরদী অজয় ভট্টাচার্য (৭৫)-র জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘদিন কিডনির অসুখে ভোগার পর এদিন সকালে কালনা শহরের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী এবং দুই কন্যা বর্তমান। খবর পেয়ে এ দিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, তপন ভৌমিক, দিলীপ দত্ত প্রমুখ। ৭০ দশকের আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে প্রয়াত অজয় ভট্টাচার্য ছাত্র ও যুব আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালের ২রা জুলাই কালনা শহরের সিদ্ধেশ্বরী মোড়ে তাঁকে ছুরি মারা হয়। শহরের অন্যান্য ছুরিকাহত অজয় ভট্টাচার্যকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে সেদিন কালনা স্টেশনে নৃশংসভাবে খুন করা হয় মহাদেব ব্যানার্জিকে।

সজিত দাস-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটি এলাকার প্রবীণ সদস্য, বাঘাড় গ্রামের সজিত দাস (৮০) ১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬ টা ৪০ নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেতৃত্ব সহ এরিয়া কমিটির সদস্য, সাধারণ সমর্থক দরদী, পাড়া-প্রতিবেশী সমস্ত মানুষ তার বাড়িতে হাজির হন। মরদেহে লাল পতাকা ও ফুল-মালা দিয়ে সম্মান জানান প্রবীণ নেতৃত্ব দেবদাস বসু, মহবুব আলম, প্রাক্তন বিধায়ক অপর্ণা সাহা, এরিয়া কমিটির সম্পাদক মৃণাল কর্মকার। শ্রদ্ধা জানান হাসনাত জালালী, শ্রীকান্ত ঘোষ, নরেন দাস, অভিমন্যু ঘোষ সহ উপস্থিত সকল দরদী সমর্থক। বেশ কয়েকদিন বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নাতি-নাতনিদের।

ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে বজ্রঘাতে অসুস্থ তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৫ অক্টোবর : মেমারির বিজুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেলুই খেলার মাঠে ফুটবল খেলা চলাকালীন বজ্রপাত হয় সেই বজ্রপাতে তিন জন আহত হন। চারটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বজ্রাঘাতে আহত ব্যক্তিদের খেলা পরিচালন কমিটি এবং দর্শকরা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে পাহারহাটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। আহত ব্যক্তিরা হলেন হরিসাধন মালিক, সনাতন মান্ডি, বিন্দু সরেন। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ এসে উপস্থিত হয় পারহাটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ২৬ সেপ্টেম্বর : সিপিআই (এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির অন্তর্গত ইছাপুর উত্তর শাখার সদস্য আনার উল্লা মণ্ডল (৬৩) প্রয়াত হয়েছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টা নাগাদ নিজ বাস ভবনে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালে পার্টির সদস্য পদ অর্জন করেন। দীর্ঘ দিন তিনি শাখা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান।

সর্পাঘাতে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১১ অক্টোবর : গলসী-২ ব্লকের আদড়াহাটী গ্রামের নিবাস বাগ্দী (৩৫)-র সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। কয়েকদিন আগে ধান জমিতে কাজ করার সময় তাঁর বাঁহাতে সাপে ছোবল মারে। কাছেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকায় সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না।

গ্যাসের আগুন থেকে গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১১ অক্টোবর : গলসী থানা এলাকার দাননুড়ি গ্রামে গ্যাসে রান্না করার সময়ে পুড়ে যান উত্তরা বাগ্দী (৩২) নামে এক গৃহবধূ। ৯ অক্টোবর দুপুরে বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হন তিনি। ওইদিনই বর্ধমান মেডিকেল কলেজে আনা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃতা ঘোষণা করেন।

খড়িরগণ্ডি পেরিয়ে গেলেন স্বপ্ন

—প্রথম পাতার পর

করেছেন স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়কেও। স্থানীয় বহু পরিচিত অপরিচিত, অনামী নামী কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের শ্রদ্ধা স্নেহের পরশে আগলে রাখতেন তাঁদের প্রিয় 'স্বপন বা স্বপ্নদা'।

আকস্মিকভাবে স্বপ্নকমল সরকারের মৃত্যুর খবরে বর্ধমানে শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কোঠারি হাসপাতালে গত ১০ অক্টোবর স্পাইন অপারেশনের পর থেকে স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি হতে হতে ১২ অক্টোবর দুপুরে চির ঘুমে চলে গেলেন। ওই রাতে বর্ধমানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ওই রাতেও বহু মানুষ তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসেন ও শ্রদ্ধা জানান। রেখে গেলেন দুই কন্যা, জামাতা ও স্ত্রীকে।

স্বপ্নকমল সরকারের জন্ম কেতুগ্রাম থানার বোনোয়ারীবাদ গ্রামে ১৯৫৭ সালে। ১৯৭৩ সালে বর্ধমান রাজ কলেজ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি নিয়ে পড়ার সময় থেকে বর্ধমানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে পেশাগতভাবে ভারতীয় জীবন বিমার বড় পদে চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে সাহিত্যচর্চা করেছেন। রাজ্যের নানান প্রান্তে ঘোরাঘুরির সূত্রে বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জীবনচিত্র সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত কবি সুব্রত চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে তাঁর সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বোলপুর থাকার সময় সান্নিধ্য লাভ করেন অমর্ত্য সেন, অমিতা সেন, প্রতিভা বসুর স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের।

প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে বেঁচে আছি, আলোছায়ার গল্প,অর্কপ্রভ বিদ্যাসাগর, ভার্চুয়াল মেঘ, ভালোবাসার আলোবাতাস, কমলকথা (কমল কুমার মজুমদারকে নিয়ে), বরুন কাঞ্জিলাল নিয়ে সংকলন উল্লেখযোগ্য।

'বন্ধু' শব্দের মানে জানতে চাও?
নিচু হয়ে দাঁড়াও এই মায়াবৃক্ষের নিচে
ছায়া পাবে,
গায়ে লাগবে বাউলবাতাস।
ছন্দভাঙ্গা সমস্ত সংগতির মাঝে
বেজে যাচ্ছে সানাইয়ের সুর
এখন আপনি শুনছেন,
আপনি শুনতে পাচ্ছেন কমরেড স্বপ্নকমল সরকার?

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-